প্রথম আলো

তারিখ 21 FEB 2014
পৃষ্ঠা ৮ কলাম ২

ছাত্রীকে অশ্লীল গালি ও লাথি শিক্ষিকার কক্ষে তালা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ●

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মনোবিজ্ঞান বিভাগের এক ছাত্রীকে অশ্লীল গালি ও লাথি মারার অভিযোগে বিভাগের এক শিক্ষিকাকে প্রায় আধঘণ্টা তালাবদ্ধ করে রাখেন শিক্ষার্থীরা।

গতকাল বৃহস্পতিবার দুপুর ১২টার দিকে ছাত্রীর সহপাঠীরা শিক্ষিকার কক্ষে (কলাভবন ৩০৩৪) তালা দেন। পরে তালা ভেঙে তাঁকে উদ্ধার করা হয়। এ সময় তিনি বিভাগ থেকে চলে যান।

গত মঙ্গলবার ওই শিক্ষিকার বিরুদ্ধে অশ্লীল গালি ও অশালীন মন্তব্যের অভিযোগ এনে উপাচার্য বরাবর লিখিত অভিযোগ করেন বিভাগের মাস্টার্সের এক ছাত্রী। অভিযোগে বলা হয়, ওই দিন প্রজেক্টের কাজে তত্ত্বাবধায়ক জামিউন নাহারের সঙ্গে তাঁর কক্ষে দেখা করতে যান তিনি। একই কক্ষে বসেন ওই বিভাগের জ্যেষ্ঠ শিক্ষিকা আয়েষা মাহমুদা। কিছুক্ষণ পর আয়েষা মাহমুদা কক্ষে ঢুকে ছাত্রীকে দেখে বিরক্তি প্রকাশ করেন। কক্ষ থেকে বের হয়ে যাওয়ার সময় কোনো কারণ ছাড়াই ছাত্রীকে লাথি মারেন এবং অশ্লীল ভাষায় গালি দেন।

ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী প্রভাষক জামিউন নাহার বলেন, 'ঘটনার দিন ওই শিক্ষার্থী আমার কাছে প্রজেক্টের বিষয়ে কথা বলতে এসেছিল। আয়েষা ম্যাডাম কক্ষে প্রবেশ করার সময় সে চেয়ার থেকে উঠে অন্য পাশে দাঁড়ায়। কিছুক্ষণ পর ম্যাডাম কক্ষ থেকে বের হওয়ার সময় তাকে অবমাননাকর গালি দেন, সেটা আমি শুনেছি।'

আয়েষা মাহমুদা সম্প্রতি অধ্যাপক হয়েছেন। তিনি ওই কক্ষে একা বসতে চান। অভিযোগ রয়েছে, এ কারণে অন্য শিক্ষকের কাছে কোনো শিক্ষার্থী দেখা করতে এলে তিনি তাঁর সঙ্গে দুর্ব্যবহার করেন।

বিভাগের চেয়ারপারসন অধ্যাপক পারভীন হক বলেন, 'শিক্ষিকার বিরুদ্ধে লিখিত অভিযোগ পেয়েছি। ঘটনার সত্যতা যাচাই করে একাডেমিক আইন অনুযায়ী ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' আয়েষা মাহমুদা কোনো মুঠোফোন ব্যবহার করেন না। অভিযোগের বিষয়ে জানতে তাঁর ল্যান্ডফোনে দুপুরে তিনবার ও সন্ধ্যায় দুবার কল করা হলেও কেউ ফোন ধরেননি।